OCT. 24 1999

তারিখ OCT 25 1999
পৃষ্ঠা ৫ কলাম

দৈনিক সংবাদ

মুন্সিগঞ্জের ছয়টি থানায় পাঁচ মাস যাবৎ খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচির খাদ্যশস্য বিতরণ বন্ধ রয়েছে

মুন্সিগঞ্জ থেকে সংবাদদাতা ঃ জেলার ৬টি থানায় প্রায় পাঁচ মাস যাবৎ খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচির খাদ্যশস্য বিতরণ বন্ধ রয়েছে। ফলে অভাব-অনটনে জর্জরিত অনেক পরিবারের শিক্ষার্থীদের মাঝপথে লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেছে।

একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, চলিত অর্থবছরের প্রায় পাঁচ মাস অতিক্রান্ত হলেও জেলার ৬টি থানায় খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচির কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। শিক্ষাবর্ষের প্রথম ৬ মাস এই কর্মসূচির আওতায় নির্বাচিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দরিদ্র ছাত্রছাত্রীরা চাল-গম পেলেও চলিত বছরের গত জুলাই মাস থেকে এ কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে। তবে সূত্র জানায়, চাল-গম বরাদ্দ হলেও ডিলার নিয়োগসহ প্রশাসনিক জটিলতায় খাদ্যশস্য বিতরণ বন্ধ রয়েছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, চলিত শিক্ষাবর্ষে জেলার ৬টি থানার ১৫টি ইউনিয়নের মোট ১শ' ৪১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। এর মধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হচ্ছে ১শ' ২০টি, বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৭টি এবং মাদ্রাসা ও অন্যান্য ৪টি বিদ্যালয় রয়েছে।

সূত্র জানায়, মোট সুবিধাভোগী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২২ হাজার ২শ' ৯৫ জন। উল্লেখ্য, এক ছাত্র বিশিষ্ট পরিবারকে প্রতি মাসে ১৬ কেজি গম অথবা ১২ কেজি চাল এবং একাধিক ছাত্রবিশিষ্ট পরিবারকে ১৬ কেজি চাল অথবা ২০ কেজি গম প্রদান করা হয়। একদিকে গত দু'মাস বন্যাকালীন সময় অধিকাংশ পরিবার প্রধান কর্মহীন থাকায় দরিদ্র অনেক পরিবারকে তাদের সহায়-সম্বল বিক্রি করে সংসার চালাতে হয়। অপরদিকে পাঁচ মাস যাবৎ বিদ্যালয়গুলোতে গম-চাল প্রদান বন্ধ থাকায় পরিবারগুলো তাদের ছেলেমেয়েদের ক্ষেত-খামারে কাজে লাগিয়ে দিয়েছে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণ ও অভিজ্ঞমহলের অভিমত, অন্যান্য বছরের তুলনায় চলতি বছরে বেশি ছাত্রছাত্রী ঝরে পড়ার আশংকা রয়েছে।